প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০১১

সুন্দরবন রক্ষা নিয়ে কর্মশালায় অভিমত

দুই দেশের নাগরিকদের একত্রে কাজ করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

জলবায়ু পরিবর্তন ও মানুষের নানা হস্তক্ষেপের কারণে সুন্দরবনের প্রতিবেশ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিপন্ন এই বন রক্ষায় শুধু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না, ভারত ও বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিকদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে সুন্দরবনবিষয়ক এক কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেছেন। ভারতীয় গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (সিএসই) ও বাংলাদেশি বেসরকারি সংস্থা কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি) যৌথভাবে 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অভিযোজন : প্রেক্ষিত সুন্দরবন'বিষয়ক দিনব্যাপী এই কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ বলেন, সুন্দরবন রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার ঠিকমতো কাজ করছে না। ফারাক্কা বাঁধসহ নানা কারণে সুন্দরবন অঞ্চলের লবণাক্ততা বেড়ে এর পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে। তিনি বনটি রক্ষায় ভারত ও বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থাগুলোকে একত্রে কাজ করার তাগিদ দেন।

সিএসইর জ্যেষ্ঠ সমন্বয়কারী ও গবেষক আদিত্য ঘোষ সাম্প্রতিক এক গবেষণার ফল প্রথমবারের মতো তুলে ধরেন। এতে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বঙ্গোপসাগরের ওপরিতলের তাপমাত্রা বেড়েছে প্রতি দশকে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অথচ বৈশ্বিক সমুদ্রতলের তাপমাত্রা বেড়েছে প্রতি দশকে মাত্র ০.০৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিগত ২৫ বছরে এই অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বছরে আট মিলিমিটার হারে বেড়েছে, যা বৈশ্বিক বার্ষিক গড় বৃদ্ধির দ্বিগুণ। এ ছাড়া বিগত ১০ বছরে গড়ে সুন্দরবন অঞ্চলের সাড়ে পাঁচ বর্গকিলোমিটার জমি বিলীন হয়েছে। এ অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রবণতা ২৬ শতাংশ বেড়েছে, যা উদ্বেগজনক।

সিএসইর উপমহাপরিচালক ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচির প্রধান চন্দ্র ভূষণ বলেন, 'ভারতের সুন্দরবনকে কখনো উন্নয়নের মূল পরিকল্পনার মধ্যে যুক্ত করা হয়নি, যা এ অঞ্চলের ভূমি অব্যবস্থাপনা থেকেই বোঝা যায়। এখনো এখানে পরিকল্পনার অব্যবস্থা প্রকট।'

সিডিপির নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ জাহাঙ্গীর হাসান বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি কোনো রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়। সুন্দরবনের জন্য প্রয়োজন আঞ্চলিক সংহতি ও একটি স্বচ্ছ পরিকল্পনা।'

বেসরকারি সংস্থা কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, 'সুন্দরবনকে কার্বন-বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করে উন্নত দেশগুলোর কাছে কার্বন কমানোর দাবিকে ছাড় দেওয়া যাবে না। বস্তুতপক্ষে, কার্বন-বাণিজ্য একটি ধোঁকাবাজিমূলক সমাধান।' কর্মশালায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বিসিএএসের নির্বাহী পরিচালক আতিক রহমান, আইআইইডির সিনিয়র ফেলো সালিমুল হক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক শারমিন নিলোমী।